বাজেট
পাঠ সহায়িকা
২০১৩-২০১৪

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাজেট
পাঠ সহায়িকা
২০১৩-২০১৪

প্রকাশনায়
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

প্রকাশনা সহযোগিতা
ডিএমটিবিএফ অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং ফিনান্সিয়াল একাউন্ট্যাবিলিটি প্রজেক্ট
www.mof.gov.bd/dmtbf

সূচি

বাণী ৫
মুখবন্ধ ৭

প্রথম অধ্যায়:বাজেট পরিচিতি ৯
১.০ সূচনা ৯
১.১ বাজেট কী ৯
১.২ জাতীয় বাজেট ৯
১.৩ জাতীয় বাজেটের রূপরেখা ১০
১.৩.১ প্রাপ্তি ১০
১.৩.২ ব্যয় ১১
১.৩.৩ বাজেট ঘাটতি ১১
১.৩.৪ ঘাটতি অর্থায়ন ১১
১.৪ বাজেট চক্র ১২
১.৪.১ নীতি ও পরিকল্পনা ১২
১.৪.২ বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন ১২
১.৪.৩ বাজেট বাস্তবায়ন ১৩
১.৪.৪ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ১৫
১.৪.৫ নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন ১৫
১.৫ প্রাক-বাজেট আলোচনা এবং জনগণের অংশগ্রহণ ১৫
১.৬ জাতীয় বাজেটের কতিপয় বিশেষ দিক ১৬
১.৬.১ বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা ১৬
১.৬.২ জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে বাজেট: জলবায়ু তহবিল ১৭
১.৬.৩ জেলা বাজেট ১৮
১.৬.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ ..... ১৯
২.১ সামগ্রিক রূপরেখা ১৯
২.১.১ রাজস্ব প্রাপ্তি ১৯
২.১.২ ব্যয় ১৯
২.১.৩ বাজেট ঘাটতি ২০
২.১.৪ ঘাটতি অর্থায়ন ২১
২.২ চলতি অর্থবছরের বাজেটের খাতভিত্তিক বিভাজন ২১
২.৩ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে অর্জিত অগ্রগতি ২২
২.৩.১ স্বাস্থ্যসেবা ২২
২.৩.২ কৃষি ২৩
২.৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ ২৩
২.৩.৪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ২৫
২.৩.৫ শিক্ষা ও প্রযুক্তি ২৬
২.৩.৬ পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৭
২.৩.৭ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ২৮

তৃতীয় অধ্যায় ৩০
৩.১ বাজেট প্রকাশনা ৩০
৩.২ বাজেট শব্দকোষ ৩১

CNG

বাণী

জাতীয় বাজেট নিছক সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নয় বরং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে একদিকে যেমন সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটে, তেমনি অন্যদিকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে, জনগণের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়-অগ্রাধিকারের প্রতিফলনই হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এ কারণে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জনগণ। সুতরাং বাজেট প্রক্রিয়ার মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জনগণের সম্যক ধারণা থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কীভাবে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়, কীভাবে তার বণ্টন হয় এবং কী পদ্ধতিতে সে সম্পদ ব্যবহৃত হয়, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে 'বাজেট পাঠ সহায়িকা ২০১৩-১৪' প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগের উদ্যোগে গত বছর এ পুস্তিকাটি প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনাটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি সম্পদ আহরণ ও বণ্টনে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে এ পুস্তিকায় বাজেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা, প্রস্তাবিত সম্পদ বণ্টনের যৌক্তিকতা এবং দেশের উন্নয়নের গতিধারা ও আর্থসামাজিক অবস্থার চালচিত্র অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

পুস্তিকাটি বাজেট বিষয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের কৌতূহল ও আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। ফলে তাঁরা বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকর ও অর্থবহ অংশগ্রহণে উৎসাহী হবেন। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ পুস্তিকাটির প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

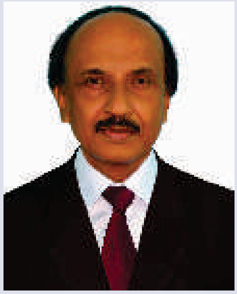

সমতাভিত্তিক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সীমিত সম্পদের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে বাজেট। সরকারি কর্মপরিসরে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। অর্থবছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়াটি চলমান থাকে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে বাজেট সংস্কার প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো। প্রথাগত বাজেটের সঙ্গে নতুন প্রবর্তিত এ বাজেট কাঠামোর মূল পার্থক্য হলো, প্রথাগত বাজেটে যেখানে কেবল প্রাক্কলনের প্রাধান্য থাকে সেখানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে প্রাক্কলনের বাইরে আরও দুটো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, সরকারের অগ্রাধিকার ও নীতি কৌশলের সঙ্গে সম্পদ বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, সম্পদ বণ্টনের সঙ্গে কর্মকৃতিকে যুক্ত করা। বাজেট প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা অব্যাহতভাবে এ নতুন ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছি।

'বাজেট পাঠ সহায়িকা ২০১৩-১৪' প্রকাশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের কাছে বাজেট প্রক্রিয়া এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে আমরা গত বছরের প্রথম প্রকাশনায় যে সাড়া পেয়েছি তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। তারই ধারাবাহিকতায় এটি দ্বিতীয় প্রকাশনা। গত বছরের প্রকাশনা-পরবর্তী কর্মশালায় আমরা বিভিন্ন আগ্রহী পক্ষ থেকে যে মূল্যবান মতামত পেয়েছি তার আলোকে এবারের প্রকাশনাকে আরও প্রাঞ্জল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে আরও কাঠামোবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি। আমরা নিরন্তর পরিশীলনে বিশ্বাস করি। এবারের প্রকাশনার পরও আমরা একইভাবে উৎসাহী পাঠকবৃন্দের মন্তব্য আশা করব। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশনা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করবে বলে আশা করি।

পরিশেষে, যাঁদের জন্য এ পাঠ সহায়িকা তাঁরা বাজেটের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে পারলে এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সত্যিকার ভূমিকা পালন করলে এ প্রকাশনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এ প্রকাশনার কাজে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ফজলে কবির
সচিব
অর্থ বিভাগ

প্রথম অধ্যায়:
বাজেট পরিচিতি

১.০ সূচনা

সরকারি অর্থের মালিক মূলত জনগণ। সুতরাং সুচারুভাবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ কীভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারেন, বাজেটে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা থাকে। বস্তুত বাজেট প্রতিটি নাগরিককে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করলেও অনেকেই তা অনুধাবন করতে পারেন না। বাজেটের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির জন্য এর মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন নাগরিকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষত, সাধারণ অর্থে বাজেট কী, জাতীয় বাজেট কী, এর রূপরেখা কী, কোথা থেকে অর্থ আসে, কোথায় তা ব্যয় করা হয়, কেন ঘাটতি হয়, কীভাবে তা মেটানো হয়–এসব বিষয়ে সবারই ধারণা থাকা দরকার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয়বারের মতো এ 'বাজেট পাঠ সহায়িকা ২০১৩-১৪' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পুস্তিকাতে বাজেট সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মনে যেসব প্রশ্ন থাকে সে সম্পর্কে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে সাধারণ পাঠক বাজেট সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১.১ বাজেট কী

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন। বাজেট যে শুধু সরকার তৈরি করে তা নয়; বাজেট ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী, দেশীয় বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো সংগঠনেরও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিমাসে উপার্জিত আয় এবং সে অনুসারে ব্যয়ের পরিকল্পনা হলো তার ব্যক্তিগত বাজেট। অন্যদিকে সরকার প্রতি অর্থবছরে তার আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব বিবরণী তৈরি করে তা হলো জাতীয় বাজেট।

১.২ জাতীয় বাজেট

আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি হিসাব বিবরণী। এ বাজেট তৈরির সময়ে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়:

ক. সরকারে নীতি ও উদ্দেশ্য (যেমন: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, দারিদ্র্য নিরসন, কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় পরিকল্পনা;

খ. উক্ত নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব (যেমন, কর ও কর-বহির্ভূত আয়, অনুদান ইত্যাদি) সংগ্রহের পরিকল্পনা;

গ. আয়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ব্যয় প্রাক্কলন বেশি অর্থাৎ ঘাটতি হলে তা মেটানোর পরিকল্পনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে থাকেন। সংসদে তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার আলোকে যে ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন তা সংশোধনের পর জাতীয় বাজেট সংসদের অনুমোদন লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

ক. বাজেটে যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয় তার সাথে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির যোগসূত্র স্থাপন; এবং

খ. সম্পদ বরাদ্দের সাথে কর্মকৃতি/ফলাফলের সম্পর্ক স্থাপন।

উল্লেখ্য, মধ্যমেয়াদি বাজেট ৩-৫ বছরের জন্য তৈরি হতে পারে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন করা হলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ৩ বছরের জন্য তা প্রণীত হবে। মধ্যমেয়াদি বাজেটের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের যে আয়-ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় তা জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং অনুমোদিত হয়। পরবর্তী বছরগুলোর জন্য আয়-ব্যয়ের অনুমিত লক্ষ্যমাত্রাকে বলা হয় প্রক্ষেপণ।

১.৩ জাতীয় বাজেটের রূপরেখা

জাতীয় বাজেটের চারটি অংশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১ প্রাপ্তি
২ ব্যয়
৩ বাজেট ঘাটতি
৪ ঘাটতি অর্থায়ন

১.৩.১ প্রাপ্তি

কোন কোন উৎস থেকে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে?

সরকার যে সব উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে তা দু'ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো, কর বাবদ প্রাপ্তি এবং কর ব্যতীত প্রাপ্তি।

ক. কর বাবদ প্রাপ্তি

এ ধরনের প্রাপ্তি পণ্য, সেবা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর আরোপিত কর থেকে আসে। যেমন, ব্যক্তির আয়ের ওপর কর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার ওপর কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), ভূমি উন্নয়ন কর, যানবাহনের ওপর কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি।

খ. কর ব্যতীত প্রাপ্তি

কর ব্যতীত প্রাপ্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশাসনিক ফি, লভ্যাংশ ও মুনাফা, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, সুদ, ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভি ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে রেলপথ, ডাক বিভাগ ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়।

১.৩.২ ব্যয়

সরকারের প্রাপ্ত অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হয়?

সরকারি অর্থ সম্পদ মূলত দুটি বৃহত্তর খাতে ব্যয়িত হয়। এগুলো হলো, রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়।

ক. রাজস্ব ব্যয়

সরকার জনসাধারণকে যেসব সেবা দিয়ে থাকে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবহৃত অর্থই রাজস্ব ব্যয়। এ ব্যয় নৈমিত্তিক ধরনের হয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ভর্তুকি, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ও সেবা রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয়, সুদ পরিশোধ ইত্যাদিও রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

খ. উন্নয়ন ব্যয়

সরকারি বিনিয়োগধর্মী প্রকল্প, বিশেষ করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (যেমন– সড়ক, সেতু, রেল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) মানবসম্পদ উন্নয়ন (যেমন–শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) এবং কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দকৃত অর্থ উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নির্দিষ্ট একটি অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টরে প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মূলত তিনটি উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করা হয়। এগুলো হচ্ছে–রাজস্ব উদ্বৃত্ত, ঋণ ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ।

১.৩.৩ বাজেট ঘাটতি

সরকারের ব্যয় প্রাপ্তির চেয়ে বেশি হলে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। বাজেট ঘাটতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, উন্নয়ন কাজে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

১.৩.৪ ঘাটতি অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তা হচ্ছে ঘাটতি অর্থায়ন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে অর্থাৎ ঘাটতি হলে ঋণ গ্রহণ করতে হয়, সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। তবে সরকার কতটুকু ঋণ নেবে তার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। তা না হলে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

সরকার মূলত দুটি উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন করে থাকে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ এবং অন্যটি বৈদেশিক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ আবার ব্যাংক এবং ব্যাংকবহির্ভূত, এ দু'অংশে বিভক্ত। ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ মূলত নেয়া হয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিম, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সমজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে। বৈদেশিক ঋণ থেকে অর্থের সংস্থান প্রকল্প সাহায্য (যেমন, বাজেট সহায়তা, অনুদান ও ঋণ আকারে সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচি সহায়তা) ইত্যাদি থেকে আসে।

১.৪ বাজেট চক্র

সরকারি বাজেট হচ্ছে সরকারের বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা। বাজেট প্রণয়ন হতে শুরু করে এর নিরীক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে সমগ্র বাজেট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধাপগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে বাজেট চক্র।

বাজেট চক্র: সাংবিধানিক জবাবদিহিতা

১.৪.১ নীতি ও পরিকল্পনা

বাজেটকে ঘিরে পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়েই বাজেট চক্র শুরু হয়। বাজেট বক্তৃতায় জনগণকে দেয়া অঙ্গীকারগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার সময়ভিত্তিক নীতি/পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেবা প্রদানের দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই তার নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং এসব উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কাজগুলো চিহ্নিত করে থাকে। মন্ত্রণালয়গুলো তাদের নিজস্ব নীতি পরিকল্পনা দলিলসমূহকেও একই সাথে বিবেচনায় নিয়ে থাকে। পরিকল্পনা পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল চিহ্নিত করে এর বিপরীতে পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

১.৪.২ বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন মূলত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়।

কৌশলগত পর্যায়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তরসমূহকে বিদ্যমান নীতি-কৌশল, অগ্রাধিকার, পূর্বের অর্জন এবং প্রাপ্য সম্পদের অবস্থা পর্যালোচনাক্রমে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করতে হয়।

বাজেট প্রাক্কলন পর্যায়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একবছর মেয়াদি বাজেট প্রাক্কলন এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য বছরভিত্তিক বাজেট প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়কে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। পরবর্তীতে এসব প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণকে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে বাজেট প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণসমূহ প্রাপ্তির পর অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এসব প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার, বাজেট পরিপত্রে নির্দেশিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে থাকে। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আলোচনাক্রমে ও সর্বসম্মতভাবে রাজস্ব এবং উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা হয়।

পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে চূড়ান্তকৃত এসব প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণকে সমন্বিত করে অর্থ বিভাগ মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোসহ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট) আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন।

১.৪.৩ বাজেট বাস্তবায়ন

ক. বাজেট মঞ্জুরি অবহিতকরণ ও বণ্টন

সংসদে বাজেট অনুমোদনের পর অনুমোদিত বাজেট জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়। তারপর প্রশাসনিক মন্ত্রালয়/বিভাগ তার অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ সম্পর্কে অবহিত করে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন অপারেটিং ইউনিটসমূহের জন্য প্রযোজ্য মঞ্জুরি একজন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

খ. অর্থছাড়/অবমুক্তি

নগদ ব্যবস্থাপনার (Cash Management) স্বার্থে বাজেট মঞ্জুরির সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থছাড়/অবমুক্ত করা হয়। সাধারণত বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রথম তিন কিস্তির অর্থ অবমুক্তির এখতিয়ার রাখে। চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ব্যয় অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখা। একই সাথে, বরাদ্দকৃত অর্থ জনস্বার্থে ও যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয় সে উদ্দেশ্যে

ব্যয় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ঘ. পুনঃ উপযোজন

সাধারণত পূর্বনির্ধারিত কতিপয় নিয়মাবলি মেনে বাজেটে বরাদ্দকৃত এক খাতের অর্থ যৌক্তিক কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্য খাতে স্থানান্তরকে পুনঃউপযোজন বলা হয়। পুনঃউপযোজন করতে হলে নির্ধারিত নিয়মানুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়।

ঙ. অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ

ব্যয় স্থগিতকরণ, মিতব্যয়িতার ফলে ব্যয় সাশ্রয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত প্রাক্কলন কিংবা প্রশাসনিক কারণে স্বাভাবিক ব্যয়ের সাশ্রয় হলে অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করতে হয়। ভবিষ্যতের কোনো ব্যয় মেটানোর জন্য অব্যয়িত অর্থ ধরে রাখা যায় না। অব্যয়িত অর্থ অর্থবছরের শেষ দিনের (৩০ জুন) মধ্যে নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করতে হয়।

১.৪.৪ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূলত সরকারের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। এর আওতায় বাজেট প্রাক্কলন ও মঞ্জুরি অনুসারে যথাক্রমে প্রাপ্তি আদায় ও ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে কিনা, যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় হচ্ছে কিনা এবং বাজেটে বরাদ্দ নেই এমন খাতে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যয়ের সাথে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বিধানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ অনুসারে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের গতিধারা পর্যালোচনা করে অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

এ আইন অনুসারে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তাদের আর্থিক ও অ-আর্থিক কর্মসম্পাদনের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করারও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অর্থবছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে। পর্যালোচনা, নগদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরবর্তীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হয়।

১.৪.৫ নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন

অর্থবছর শেষ হওয়ার পর সরকারি ব্যয় নিরীক্ষা করা হয়। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মূলত সরকারের সকল প্রাপ্তি এবং সরকারি ব্যয় নিরীক্ষা করে থাকেন। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর, সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সরকারি ব্যয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে কিনা এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যয় করতে পেরেছে কিনা তা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারি অর্থ যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে নজরদারির ভূমিকা পালন করে। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়েও কমিটি পর্যালোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

১.৫ প্রাক-বাজেট আলোচনা এবং জনগণের অংশগ্রহণ

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিফলন ঘটানো যায়। জনগণের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নীতিনির্ধারক ও আইন প্রণেতাগণকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর সরকারি সেবা প্রদানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

বাজেট প্রণয়নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার জন্য নাগরিক সমাজের জন্য দুটি সুযোগ রয়েছেঃ

ক. প্রাক-বাজেট আলোচনার সময় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতিবিদ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধি কর্তৃক সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত প্রদান; এবং

খ. তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রাক-বাজেট সভা/গণশুনাণির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

১.৬ জাতীয় বাজেটের কতিপয় বিশেষ দিক

১.৬.১ বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সরকারি বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা (Gender Need) পূরণে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তা নির্ণয় করা। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের ফলে তাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা। এছাড়া, জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া নারী অধিকার আদায়ে সচেতনতা বাড়ানো, নীতি সংস্কার এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিবীক্ষণেও সহায়ক হয়।

বিগত তিন অর্থবছর ধরে অর্থ বিভাগ থেকে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেট দলিলের অংশ হিসেবে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে ৪০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জেন্ডার বাজেট বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

১.৬.২ জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে বাজেট: জলবায়ু তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP-2009 বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব তহবিলে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। BCCSAP-2009 -এর ৬টি Thematic Area-তে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত এ ফান্ডের আওতায় ২০২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত খাদ্য, সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে "পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ", "জলবায়ু" পরিবর্তন মোকাবেলায় উষ্ণতা এবং লবনাক্ত সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত বাছাই" অন্যতম। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন করা হয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত এ ফান্ডে মোট ১৮৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা আছে। এ খাত থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩টি কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে।

১.৬.৩ জেলা বাজেট

জাতীয় বাজেটে সরকারের যে ব্যয় পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটে তা মূলত মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক। এক্ষেত্রে ভূ-অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রদর্শিত হয় না। তবে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের স্বার্থে সরকার জেলা বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। বিভিন্ন জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদর্শন করে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের সাথে পাইলট ভিত্তিতে টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল সরকারি দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেট থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করে জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় প্রকার বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৬.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের বলয় সম্প্রসারণ, সঠিক উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ এবং সরকারের নানামুখী কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। একই সাথে দুস্থ, অবহেলিত, এতিম, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের প্রান্তজনের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অটিজম সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অটিজমের শিকার ৫০০ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। সরকার অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন’ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ বছরই প্রথম হিজড়া, দলিত ও বেদে সম্পদায়কে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এসব সম্প্রদায়ভূক্ত শিশুদের উপবৃত্তি প্রদানসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৭ হাজারেরও অধিক গ্রামের মোট প্রায় ১১ লাখ পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়মুখী করার উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের ১১.৪০ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে (জিডিপির ২.১৩ শতাংশ) বরাদ্দ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪

২.১ সামগ্রিক রূপরেখা

২.১.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে, যা জিডিপির শতকরা ১৪.১ ভাগ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর বাবদ প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯০ কোটি টাকা (জিডিপির ১১.৫ শতাংশ)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ হাজার ১২৯ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৪ শতাংশ)। কর বহির্ভূত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৬ হাজার ২৪০ কোটি টাকা (জিডিপির ২.২ শতাংশ), যার মধ্যে আছে লভ্যাংশ ও মুনাফা থেকে আয়, সুদ বাবদ প্রাপ্তি, সরকারকে প্রদেয় বিবিধ ফি ইত্যাদি।

রাজস্ব প্রাপ্তির উৎসসমূহ

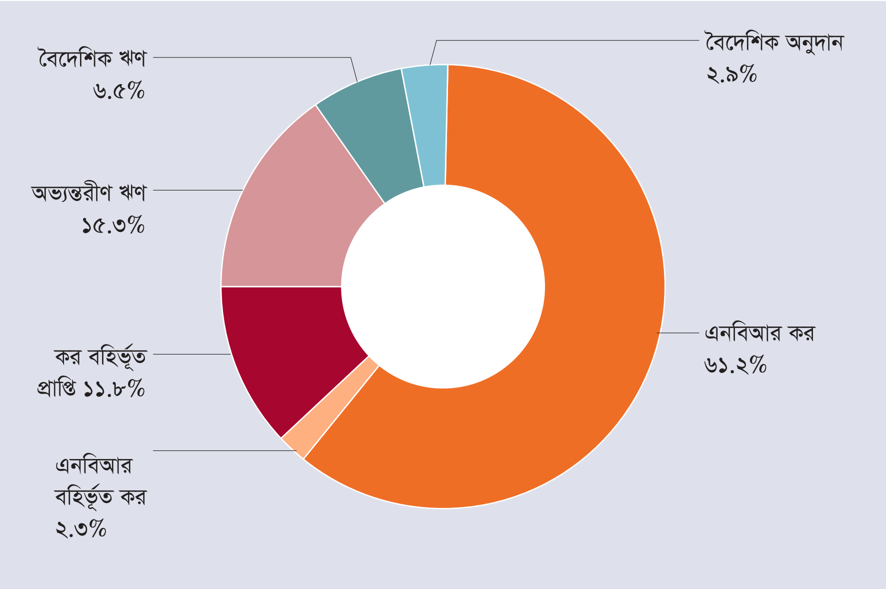

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.১.২ ব্যয়

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হচ্ছে ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা (জিডিপির ১৮.৭ শতাংশ), যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ১ লাখ ৫৬ হাজার ৬২১ কোটি টাকা (জিডিপির ১৩.২ শতাংশ) এবং উন্নয়ন ব্যয় ৬৫ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.৫ শতাংশ)।

খাতভিত্তিক সম্পদ ব্যবহারের চিত্র

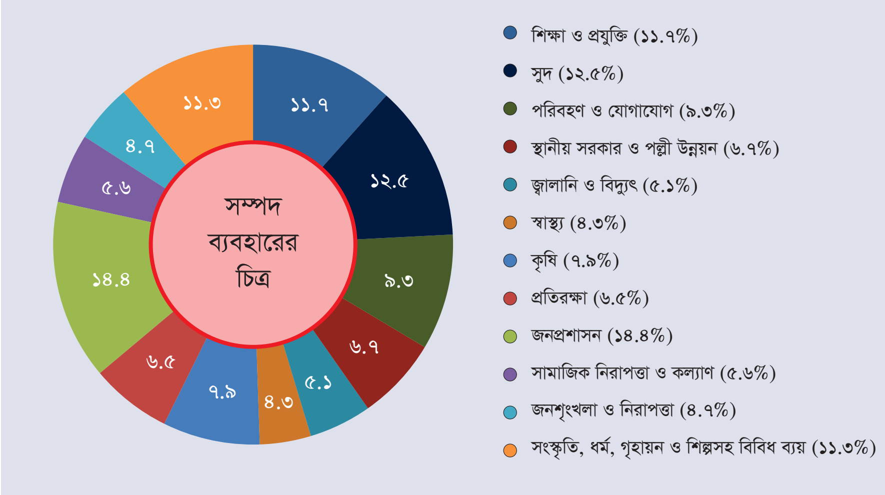

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.১.৩ বাজেট ঘাটতি

সার্বিকভাবে প্রাক্কলিত বাজেট ঘাটতি ৫৫ হাজার ৩২ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪.৬ শতাংশ।

সারণি-১: ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ঘাটতি অর্থায়ন

বাজেট আইটেম	২০১৩-১৪ (মূল বাজেট)		২০১২-১৩ (সংশোধিত বাজেট)		হ্রাস/ বৃদ্ধি
	কোটি টাকা	জিডিপির শতকরা হার	কোটি টাকা	জিডিপির শতকরা হার	
মোট আয়	১৬৭৪৫৯	১৪.১	১৩৯৬৭০	১৩.৫	১৯.৯
মোট ব্যয়	২২২৪৯১	১৮.৭	১৮৯৩২৬	১৮.২	১৭.৫
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৫৫০৩২	৪.৬	৪৯৬৫৬	৪.৮	১০.৮
অর্থায়ন:					
বৈদেশিক সূত্র:					
বৈদেশিক অনুদান	৬৬৭০	০.৬	৫২৮০	০.৫	২৬.৩
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	১৪৩৯৮	১.২	১১৯০৩	১.২	২১.০
- বৈদেশিক ঋণ	২৩৭২৯	২.০	১৯৯৫১	১.৯	১৮.৯
- ঋণ পরিশোধ	৯৩৩১	০.৮	৮০৪৮	০.৮	১৫.৯
অভ্যন্তরীণ সূত্র:					
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩৩৯৬৪	২.৯	৩২৪৭৩	৩.১	৪.৬
ব্যাংক ঋণ (নিট)	২৫৯৯৩	২.২	২৮৫০০	২.৮	-৮.৮
ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ	৭৯৭১	০.৭	৩৯৭৩	০.৪	১০০.৬

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.১.৪ ঘাটতি অর্থায়ন

ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ২১ হাজার ৬৮ কোটি টাকা (জিডিপির ১.৮ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩৩ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা (জিডিপির ২.৯ শতাংশ) সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ২৫ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা (জিডিপির ২.২ শতাংশ) এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক বহির্ভূত ব্যবস্থা থেকে ৭ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৭ শতাংশ) অর্থায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২.২ চলতি অর্থবছরের বাজেটের খাতভিত্তিক বিভাজন

জাতীয় সংসদ ৩০ জুন ২০১৩ তারিখ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করেছে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের পরপরই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সারণি-২: বাজেটের খাতভিত্তিক বিভাজন

বাজেট খাত	মোট ব্যয় কোটি টাকা ২০১৩-১৪ (মূল বাজেট)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার ২০১৩-১৪ (মূল বাজেট)	মোট ব্যয় কোটি টাকা ২০১২-১৩ (সংশোধিত বাজেট)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার ২০১২-১৩ (সংশোধিত বাজেট)	মোট ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি কোটি টাকায়	মোট ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি শতকরা হারে
জনপ্রশাসন	৩২০৯৪	১৪.৪২	১২৭৯৭	৬.৭৬	১৯২৯৭	১৫০.৭৯
জ্বালানি ও খনিজ	১১৩৫১	৫.১০	৯৯৯৩	৫.২৮	১৩৫৮	১৩.৫৯
পরিবহণ ও যোগাযোগ	২০৫৯৬	৯.২৬	১৩২৩৮	৬.৯৯	৭৩৫৮	৫৫.৫৮
সুদ পরিশোধ	২৭৭৪৩	১২.৪৭	২৩৩৪৭	১২.৩৩	৪৩৯৬	১৮.৮৩
সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ	১২৩৬৬	৫.৫৬	১১২৬৯	৫.৯৫	১০৯৭	৯.৭৩
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪৮০০	৬.৬৫	১৫০০৪	৭.৯২	-২০৪	-১.৩৬
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬০৯৩	১১.৭৩	২১৫৬১	১১.৩৯	৪৫৩২	২১.০২
স্বাস্থ্য	৯৪৭০	৪.২৬	৯১৩০	৪.৮২	৩৪০	৩.৭২
শৃঙ্খলা ও জন-নিরাপত্তা	১০৫৩৭	৪.৭৪	৯৭১৩	৫.১৩	৮২৪	৮.৪৮
প্রতিরক্ষা	১৪৪৫৮	৬.৫০	১৩৫০৩	৭.১৩	৯৫৫	৭.০৭
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৩২০৬	১.৪৪	২৭৩৭	১.৪৫	৪৬৯	১৭.১৪
আবাসন	১৭৭৯	০.৮০	১৩৯৩	০.৭৪	৩৮৬	২৭.৭১
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১৭৪৬	০.৭৮	১৭৬০	০.৯৩	-১৪	-০.৮০
কৃষি	১৭৪৭১	৭.৮৫	১৯৮৪২	১০.৪৮	-২৩৭১	-১১.৯৫
অন্যান্য (মেমোরেন্ডাম আইটেম)	১৮৭৮১	৮.৪৪	২৪০৩৯	১২.৭০	-৫২৫৮	-২১.৮৭
মোট ব্যয়	২২২৪৯১	১০০.০০	১৮৯৩২৬	১০০.০০	৩৩১৬৫	১৭.৫২

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে অর্জিত অগ্রগতি

২.৩.১ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার প্রতিহাজারে ৬৫ থেকে ৫৩- তে নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাপকহারে ধাত্রী প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৫৩টি উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকে গরিব, দুস্থ ও জটিল গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। পুষ্টির ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করাসহ ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 'ভিটামিন এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি করে ৯৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নে দরিদ্র জনগণের জন্য মোট ২৭টি নগর মাতৃসদন, ২৬৭টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৬৫৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে ৯ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা নিম্নরূপ:

সারণি-৩: স্বাস্থ্য খাত: জনস্বাস্থ্য/স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা
১.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম	৩৫৩.৫০	৮.২৭ কোটি
২.	মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম অব্যাহত রাখা ও এর আওতা সম্প্রসারণ	৬৭.৬৯	২.৪৩ লাখ
৩.	দক্ষ ধাত্রী সেবা	৫.৯৩	২১.০৮ লাখ
৪.	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ১৮২টি হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ	৪০০.০০	--
৫.	গর্ভবতী মহিলাদের আয়রন বড়ি এবং শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো	২২.৩০	৩.৫৮ কোটি

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.২ কৃষি

সার্বিক কৃষিখাতে বর্তমানে প্রতিবছর গড়ে ৩.৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এ অর্জনকে ধরে রাখার জন্য কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে বিতরণের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪৪ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৬ জন কৃষক কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড পেয়েছে। গত চার অর্থবছরে কৃষিখাতে শুধু ভর্তুকি বাবদ প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কৃষিজ আয়ের ৩৫ হতে ৪০ শতাংশ আসে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপখাত থেকে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি বিধায় নিজস্ব তহবিলে গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। গত চার বছরে এ ফান্ড থেকে সর্বমোট ২ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরে প্রায় ১৭ হাজার ৪৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা নিম্নরূপ:

সারণি-৪: কৃষি খাত: কৃষক ও মৎস্যজীবী সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত প্রভাব
১.	কৃষি ভর্তুকি	৯০০০	খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
২.	বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৯০	সারা বছরে প্রায় ৪০ লাখ কৃষক উপকৃত হওয়াসহ প্রায় ৮১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ
৩.	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উফসী আউশ, বোরো ও আমন চাষের প্রণোদনা	৬০	প্রায় ১০,০০০ কৃষক পরিবারকে সহায়তাকরণ
৪.	জলবায়ু তহবিলের মাধ্যমে ১৭২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন	২০০	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৫.	ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ এবং ড্রেজিং ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	২৯৬	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও পানিসম্পদের উন্নয়ন
৬.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল পোডাকটিভিটি প্রজেক্ট	১২২	৩০-৬০% ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও জেলেদের আয় বৃদ্ধিকরণ
৭.	ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম	২০০	প্রায় ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ফসল উৎপাদন

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের নীতি কৌশলের আওতায় বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। দারিদ্র্যের হার সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। একই

সাথে আঞ্চলিক সমতা বিধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশের সকল জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রদানসহ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ভিজিডি, ভিজিএফ এবং কর্মহীন সময়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ খাতের ১২ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা নিম্নরুপ:

সারণি-৫: সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ খাত: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা (লাখ)
১.	বয়স্ক ভাতা	৯৮০	২৭.২৩
২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা	৩৬৪	১০.১২
৩.	অসচ্ছল ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ও সম্মানী	৪৩৬	২.০৮
৪.	ভিজিডি	৮৫১	৯১.৩৩
৫.	ভিজিএফ	১৩২৭	৮৫.০০
৬.	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)	১৪৫৭	৫০.০০
৭.	অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান	১৪০০	০.৪৯

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.৪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গত চার বছরে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভূক্ত জনসংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৯৩১ মেগাওয়াট, যা চার বছরে ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে, প্রাকৃতিক গ্যাসের দৈনিক উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ছিল ১৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, যা ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ২২৬০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সর্বমোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১১ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা। এ খাতে বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৬: জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পদ খাত: সুরক্ষা ও উন্নয়ন

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা/প্রভাব
১.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে. ও. পিকিং কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মান	১০৩০	ঢাকা অঞ্চলের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো
২.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লাখ গ্রাহক সংযোগ প্রদান	৯৫০	৬৪টি জেলার ৪৫৩টি উপজেলার পল্লী এলাকার ১৮ লাখ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনয়ন
৩.	কনস্ট্রাকশন অব ৮২০ মে. ও. পিকিং পাওয়ার প্লান্ট	৭৫০	দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং লোডশেডিং কমানো
৪.	অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রডাকশন আন্ডার ফার্স্ট ট্রাক প্রোগ্রাম	৬৭৫	অধিকহারে গ্যাস উৎপাদন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা
৫.	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল ডিভিশন)	৩৮৩	চারটি বিভাগের গ্রামীণ এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৬.	গ্রিড ইন্টার-কানেকশন বিটুইন বাংলাদেশ (ভেড়ামারা) অ্যান্ড ইন্ডিয়া (বহরমপুর) প্রজেক্ট	২০০	ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন বৃদ্ধি

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.৫ শিক্ষা ও প্রযুক্তি

মানবসম্পদ তথা জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের কারণে বর্তমানে প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি ও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমে ২৯.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন/সম্প্রসারণের ফলে টেলিডেনসিটি ২০১১ সালের ৬১.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৪.৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একইসাথে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৩.২ শতাংশ থেকে উন্নীত হয়ে ২১.৪ শতাশে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে প্রদত্ত ২৬ হাজার ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কর্মসূচি নিম্নরূপ:

সারণি-৭: শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত: শিক্ষা সহায়তা ও উন্নয়ন

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা
১.	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান	৫৮৪.০০	৪৫ লাখ ৭০ হাজার
২.	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান	৯২৫.০০	৭৫ লাখ
৩.	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা/উপজেলায় ই-সেন্টার স্থাপন	৩৬.১৫	৩০০টি
৪.	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৬৭৩.০০	--
৫.	দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	৪৯৩.০০	২৯ লাখ

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.৬ পরিবহণ ও যোগাযোগ

যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোকে ৪ লেনে উন্নীত করার জন্য সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পসহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি পরিবহণ বহরে ৮২০ টি বাস এবং ২৫টি আর্টিকুলেটেড বাস সংযুক্ত হয়েছে। বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার বহু প্রত্যাশিত সড়ক, মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভার ও বনানী রেলক্রসিং ওভারপাস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মোটরযানসমূহের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে রেলওয়ে মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৪৫টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং ২২টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে দেশে প্রায় সবক'টি উপজেলাকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। থ্রি-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে প্রদত্ত মোট ২০ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কর্মসূচি নিম্নরূপ:

সারণি-৮ পরিবহন ও যোগাযোগ খাত: যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সেবার উন্নয়ন

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা/প্রভাব
১.	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৬৮৫২	সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে
২.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নতীকরণ (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ)	৫০০	বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার যোগাযোগ সহজতর করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যাবে
৩.	ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প	৫৪৬	বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সেতুর সংস্কার/নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে
৪.	সড়ক, সেতু ও মহাসড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ	১২২৮	জাতীয় ও আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক এবং সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা যাবে
৫.	সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ	৫১৫	ঢাকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ সহজতর ও দ্রুততর করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যাবে
৬.	থ্রি জি প্রযুক্তি প্রবর্তন বিদ্যমান ২.৫ জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	৩৬৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা হবে

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩.৭ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

বিগত ৪ বছরে প্রায় ২১.৫ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১ লাখ ৪০ হাজার মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। একইসাথে বিদ্যমান ১২ হাজার কিলোমিটারের অধিক পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। খাল পুনর্খনন, স্লুইসগেট ও বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ৭৪ হাজার হেক্টর আবাদি এলাকা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় এসেছে। এছাড়া ১ হাজারের অধিক গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যপ্তি ৮৮ শতাংশ ও পৌর এলাকায় ৯৯.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ভূউপরিস্থ উৎস থেকে পানি সরবরাহের পরিমাণ ১২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ৯০ শতাংশ পরিবারকে স্যানিটেশনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতের সর্বমোট ১৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় উল্লেখযোগ্য যেসব প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

সারণি-৯ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রমের বর্ণনা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত উপকারভোগীর সংখ্যা/প্রভাব
১.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো নির্মাণসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫,২৬৯.০০	৯.০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি
২.	পানির উৎস স্থাপন, গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার স্কিম, নলকূপ স্থাপন, পানির পাইপলাইন, পানি শোধনাগার ও উচ্চ জলাধার নির্মাণ, আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন	২,১৫৭.০০	১.১৫ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী
৩.	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান।	১,৩১০.০০	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন
৪.	২য় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২)	৭৬৭.০০	৪০ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান
৫.	৩টি থোক বরাদ্দ দ্বারা পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য, কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৬০.০০	প্রায় ৫.২ লাখ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ বাজেট প্রকাশনা

জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাজেট ডকুমেন্টস্ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনকালে এসব দলিল বিতরণ করা হয়। এছাড়া, অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.mof.gov.bd) সেগুলো প্রকাশ করা হয়। বাজেট প্রকাশনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. বাজেট বক্তৃতা: এটা মূলত সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলের বিবরণ সংবলিত একটি প্রকাশনা। এতে একদিকে থাকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, গত এক বছরে সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দের তথ্যাদি। অন্যদিকে, রাজস্ব আহরণ বিষয়ে সরকারের গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহের তথ্যাদিও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. বাজেটের সংক্ষিপ্তসার: এই প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় পরিকল্পনা, ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি: এতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সরকারের আয় এবং উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়। একই সাথে বিগত অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত প্রাক্কলন সম্পর্কেও উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়।

৪. মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি: এ প্রকাশনায় মধ্যমেয়াদি কৌশল, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন এবং লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণিত থাকে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির দৃশ্যকল্প সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তুলে ধরা হয়। এছাড়া রাজস্ব আয়, সরকারি ব্যয়, ঋণ ও অগ্রাধিকার খাতের ব্যয় পরিস্থিতিসহ প্রক্ষেপণ এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৫. জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট: এ রিপোর্টে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যাসহ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়।

৬. সংযুক্ত তহবিলপ্রাপ্তি: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিপরীতে সংযুক্ত তহবিলে প্রাপ্ত সকল আয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা। এ ছাড়াও আয়ের সারসংক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রধানত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের প্রবণতা, উন্নয়ন নীতিমালা, কৌশল এবং বিভিন্ন খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশন করা হয়।

৩.২ বাজেট শব্দকোষ

বরাদ্দ: নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে) প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি: প্রতি অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি বিবরণ যা সংসদে উপস্থাপিত হয়।

সম্পদ (সরকারি): সম্পদ বলতে ঐ সব বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, যার ওপর সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যার নির্দিষ্ট মূল্য আছে।

নিরীক্ষা: একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, জালিয়াতি ও অদক্ষতা চিহ্নিতকরণ এবং কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

সরকারি বাজেট: একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য সরকারের প্রাক্কলিত আয় এবং ব্যয়ের বিবৃতি সংবলিত তথ্যাদির সমষ্টিই হলো সরকারি বাজেট। বাংলাদেশে অর্থবছর জুলাই মাসে শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের জুন মাসে শেষ হয়।

বাজেট ঘাটতি: বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয় যতটুকু কম হয় তাই ঘাটতি। বাজেটে প্রাক্কলিত আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তি ও ব্যয়ের নেতিবাচক ব্যবধানই হলো ঘাটতি।

উন্নয়ন বাজেট: সকল ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড (বিনিয়োগ প্রকল্প যেমন-পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তা ও সেতু, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ) পরিচালনার জন্য প্রণীত বাজেট।

প্রত্যক্ষ কর: যে করের বোঝা করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপাতে পারে না অর্থাৎ করের বোঝা করদাতাকেই বহন করতে হয়, সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন, আয়কর।

ব্যয়: সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভৌত সম্পদ সংগ্রহের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যে অর্থ ব্যবহার করা হয়, সেটিই ব্যয়।

আর্থিক নীতি: কর, ব্যয় এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা।

অনুদান: সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বা সরকারকে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ যার বিনিময়ে কিছু প্রদান করতে হয় না। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ পরিশোধ করতে হয় না।

পরোক্ষ কর: যে করের বোঝা উৎপাদক/সরবরাহকারী/বিক্রেতার পরিবর্তে ভোক্তাকে বহন করতে হয় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন মূল্য সংযোজন কর।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো: তিন বছর মেয়াদি বাজেট কাঠামো যা সরকারের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে সম্পদের এবং সম্পদের সাথে কর্মকৃতির সম্পর্ক স্থাপন করে।

অনুন্নয়ন বাজেট: বিভিন্ন প্রকার সেবাকে অব্যাহত/চলমান রাখার জন্য যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (যেমন- ঔষধ এবং পুস্তক) এবং অন্যান্য সেবাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা: আইনগত এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াদি যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে দক্ষতার সাথে সরকারি অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রকল্প: সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম যা সাধারণ কর্মকান্ডের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং যার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ এবং সম্পদ বরাদ্দ থাকে।

সরকারি খাত: জাতীয় অর্থনীতির একটি অংশ যাতে বৃহৎ পরিসরে সরকারের সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং সরকারি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত।

সরকারি ঋণ: একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত মোট ঋণ।

রাজস্ব: একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের নিকট হতে সেবার বিনিময়ে সংগৃহীত রাজস্ব ও ফিস (যেমন, ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি)।

ভর্তুকি: বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কোন দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উৎপাদক/সরবরাহকারী/বিক্রেতাকে প্রদেয় অর্থ সহায়তাই হলো ভর্তুকি।

মূল্য সংযোজন কর: সকল প্রকার চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে আরোপিত পরোক্ষ বিক্রয় কর। পণ্য/সেবার মূল্য চূড়ান্ত ক্রেতার উপর এ কর বর্তালেও সরবরাহকারীই উক্ত পণ্যের প্রকৃত করদাতা।